প্রথম অধ্যায়

ধ্বংস-নগর থেকে পলায়ন

সংসাররূপ বন-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাতে পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। (এখানে 'গুহা' বলতে জেলখানা বোঝান হয়েছে)। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম — একজন লোক তার বাড়ির বিপরীত দিকে মুখ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে; তার পরনে ছেঁড়া কাপড়, কাঁধে প্রকাণ্ড একটা বোঝা ও হাতে একখানা বই। বইখানা হল বাইবেল — ***পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য***। তার পর দেখলাম, সে বইটা খুলে পড়তে লাগল; পড়তে পড়তে শেষে কেঁদে ফেলল, কারণ সেখানে লেখা আছে, "আমরা সবাই অশুচি মানুষের মত হয়ে পড়েছি, আমাদের সমস্ত পুণ্যকর্ম ময়লা-ছেঁড়া কাপড়ের মত" (যিশাইয় ৬৪:৬)। "আমার অপরাধরাশি মাথার উপরে উঠে গেছে, সে-সব আমার শক্তির চেয়েও ভারি, আমার পক্ষে অসহ্য" (গীত. ৩৮:৪)। আরও লেখা আছে, "তোমাদের মধ্যে যে সবকিছু ত্যাগ করতে পারবে না, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না" (লুক ১৪: ৩৩); তাই সে ভয়ে কাঁপতে লাগল! শেষে মনের কষ্ট চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এখন কি করি?" (প্রেরিত. ২: ৩৭)

এই অবস্থায় ঘরে ফিরে গিয়ে যতক্ষণ পারল, চুপ করে রইল, পাছে তার স্ত্রী-পুত্রেরা তার মনোদুঃখ টের পায়; কিন্তু শেষে মনোকষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। তাই সে তাদের কাছে মনের কথা খুলে বলতে লাগল, "দেখ, তুমি আমার স্ত্রী, আর তোমরা আমার সন্তান, তোমাদের আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি ও তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু আমার কাঁধে এই যে বোঝা দেখছ, এর ভারে আমি মৃতপ্রায়। আবার শুনেছি, আকাশ থেকে আগুন পড়ে আমাদের এই নগর ধবংস হয়ে যাবে। কি করে যে এ থেকে রক্ষা পাব, জানি না; যদি উপায় খুঁজে না পাই, তা হলে, আমাদের সবাইকে বড্ড কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।" এই কথা শুনে তার প্রিয়জনেরা বড় চিন্তায় পড়ে গেল। তারা যে তার কথার গুরুত্ব বুঝে চিন্তিত হয়েছিল তা নয়; কিন্তু ভাবল, তার মাথায় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, রাতে ভাল ঘুম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে; তাই তাড়াতাড়ি তাকে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু মনোকষ্ট দিনে যেমন ছিল, রাতেও তেমনই থাকল। তার ঘুম হল না, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার রাত কাটল। সকাল হতেই আত্মীয়-স্বজনেরা এসে জিজ্ঞেস করল, "রাতে কেমন ছিলে?" সে বলল, "দিনের চেয়েও খারাপ"; এই বলে আবার সেই কথা বলতে লাগল। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না, বরং ভাবল, উত্তর না দিয়ে কঠোর হলে তার ক্ষ্যাপাটেপনা ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং তারা কখনও তাকে বিদ্রূপ করতে, কখনও ধমক দিতে, আবার কখনও তাকে উপেক্ষা করতে লাগল। — জাগতিক-মনা লোকেরা, এমনকি আত্মীয়-

স্বজনও প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে অনেক সময় ক্ষ্যাপাটে মনে করে বিদ্রূপ ও তাড়না করে;কিন্তু প্রভু বলেছেন, যারা তাঁর জন্য তাড়না সহ্য করে, তারা ধন্য (মথি ৫:১০-১২;১০:৩২-৩৮)। — বেচারি, নীরবে আত্মীয়-প্রিয়জনদের জন্য দুঃখ করত ও তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করত, আর নিজের দুর্দশার জন্য বিলাপ করত;আবার কখনও বা কোন নির্জন মাঠে গিয়ে পায়চারি করতে করতে প্রার্থনা করত ও হাতের বইখানা পড়ত। এইভাবে কিছু দিন কাটল।

তার পরে দেখলাম, সে রোজই মাঠে যায়, আর বইখানা পড়ে, পড়তে পড়তে তার মনোদুঃখ আরও বেড়ে যেতে লাগল। একদিন পড়তে পড়তে আগের মত চিৎকার করে বলে উঠল, "পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে" (প্রেরিত. ১৬:৩০, ৩১)?

আরও দেখলাম, লোকটা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, — যেন পালাবার পথ খুঁজছে;কোনও পথ না পেয়ে শেষে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময়ে, *সুসমাচার প্রচারক* নামে এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এমন চিৎকার করছ কেন?"

সে উত্তর করল, "আমার হাতে এই যে বইখানা দেখছেন, এটা পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি একজন অপরাধী। আমার প্রাণদণ্ড হবে;মৃত্যুর পর আবার বিচার হবে (ইব্রীয় ৯:২৭)। কিন্তু আমি মরতে চাই না, এবং বিচার স্থানে দাঁড়াবার সাধ্যও আমার নেই" (যিহিষ্কেল ২২:১৪)।

সুসমাচার প্রচারক জিজ্ঞেস করলেন, — "এ জীবনে যখন পদে পদে দুঃখ, তখন মরবার ইচ্ছা নেই কেন?" সে বলল, "পিঠে যে ভারি বোঝা রয়েছে, (পাপ মৃত্যুভয়ের মূল কারণ) মৃত্যুর পর যদি এর ভারে কবর থেকেও নিচে গিয়ে শেষে 'তোফতে' (অগ্নি-কুণ্ডে) পড়ি (যিশাইয় ৩০:৩৩;যিরমিয় ১৯:৬-১৪), তাই মরতেও ভয় হয়। আবার যখন কারাগারে যেতে প্রস্তুত নই, তখন বিচারস্থানে এবং সেখান থেকে শাস্তির স্থানে যেতেও প্রস্তুত নই;এই সব চিন্তাই আমাকে অস্থির করে তুলেছে।"

তখন ***সুসমাচার প্রচারক*** বললেন, "মনের অবস্থা যখন এমন, তা হলে, দাঁড়িয়ে আছ কেন?" সে উত্তরে বলল, "কোথায় যাব কিছুই জানি না, তাই দাঁড়িয়ে আছি।" তখন ***সুসমাচার প্রচারক*** তার হাতে একটা চিঠি দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "আসন্ন কোপ থেকে পালাও" (মথি ৩:৭)।

লোকটা চিঠিটা পড়ে ব্যাকুল হয়ে ***সুসমাচার প্রচারকের*** মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পালাই বলুন তো?" তখন ***সুসমাচার প্রচারক*** সামনের বিশাল একটা মাঠের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "সামনের ঐ ছোট দরজাটা দেখতে পাচ্ছ?"— সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, কেননা বিনাশে যাবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকে তা দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু জীবনে প্রবেশের দ্বার সংকীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকই সেই পথে যায় (মথি ৭:১৩-১৪)। লোকটা বলল, "কই? না তো!" তিনি আবার বললেন, "সামনে একটা

উজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছ?" — "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক" — গীত. ১১৯:১০৫। ঈশ্বরের বাক্য 'অন্ধকারময় স্থানে জ্বলতে থাকা বাতির' মত — ২পিতর ১:১৯ দেখুন। — সে বলল, "মনে হচ্ছে, খুব সামান্য একটু আলো দেখা যাচ্ছে।" তখন তিনি বললেন, "ঐ আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে যেতে থাকো, খানিকটা পথ গেলে একটা দরজা দেখতে পাবে, ঐ দরজায় আঘাত করলে তোমার কি করা দরকার, তা জানতে পারবে।"

ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল, জীবনদায়ী আলো। যারা পরিত্রাণের পথ জানতে চায়, তারা এই বাক্য পাঠ করলে, ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে, তা জানতে পারে।